The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVIII, 2022 (pp.75 - 92)
Published in July, 2025

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অদ্বৈতবাদ: একটি সমীক্ষা

রাজপতি দাশ *

প্রতিপাদ্যসার: *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সনাতন ধর্মে প্রচলিত বহুবিধ পথ-মত ও হাজারো গ্রন্থের সার-স্বরূপ। এটি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ বেদ, উপনিষদ, দর্শন, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বর্ণিত চরম ও পরম সত্যসমূহের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্য। এ গ্রন্থকে তাই বলা হয় সর্বশাস্ত্রময়ী। গীতায় শ্রীভগবান তাঁর অলৌকিক প্রজ্ঞা ও ধী-শক্তি বলে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন ও পথের অন্তর্নিহিত সত্য ও তত্ত্বসমূহ তুলে ধরার পাশাপাশি সকল মত ও পথের মধ্যে মিলনসূত্র রচনা করেছেন। যেমন- গীতায় কখনো নিষ্কাম কর্ম, কখনো জ্ঞানপথ, কখনো ভক্তিপথ আবার কখনো যোগপথকে প্রধান করে বর্ণনা করা হয়েছে; পাশাপাশি এই কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি ও যোগের মধ্যে সমন্বয়-সাধনও করা হয়েছে। অথচ গ্রন্থটিতে ভক্তিভাবের প্রাধান্য দেখতে পেয়ে দ্বৈতবাদী আচার্যদের কেউ কেউ একে একান্তই দ্বৈতবাদী ভাবধারার ভক্তিশাস্ত্ররূপে বর্ণনার প্রয়াস পান। কিন্তু গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, গীতায় অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের সারসত্যও শ্রীভগবান অত্যন্ত সুললিতভাবে বর্ণনা করেছেন। ভারতীয় ষড়দর্শনের মধ্যে অতিশয় জনপ্রিয় একটি দর্শন হল বেদান্ত দর্শন। আবার বেদান্তের মধ্যে অদ্বৈতবাদ হল আত্মানুসন্ধানী ও সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শীদের অতিপ্রিয় ও প্রভাবশালী একটি মতবাদ। ভারতের দার্শনিকদের প্রবাদপুরুষ শঙ্করের বর্ণনায় এ মতবাদ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এ মতবাদের সার কথা হল, এ ব্রহ্মাণ্ডে একটি মাত্র সত্তাই বিদ্যমান, যিনি ব্রহ্ম হিসেবে পরিচিত। এই একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আপাতঃপ্রতীয়মান এ জগৎ মিথ্যা এবং জীবগণ ব্রহ্মেরই অভিন্ন অংশ। অদ্বৈতবেদান্তের যিনি নির্গুণ ব্রহ্ম, তাঁরই লীলাবতার সগুণ শ্রীকৃষ্ণ গীতামৃততত্ত্বের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। আলোচ্য প্রবন্ধে অদ্বৈতবেদান্তের এ সারসত্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সগুণব্রহ্ম শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণীর মাধ্যমে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে।*]

ভূমিকা : *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* বহু বৈচিত্র্যময় সনাতন ধর্মের বিবিধ দর্শন ও মতের সমন্বিত একটি ধর্মগ্রন্থ। এটি শুধুমাত্র একটি নিদিষ্ট মতাদর্শানুযায়ী রচিত শাস্ত্র নয়; এটি বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রের নির্যাসস্বরূপ। *গীতার* কথক স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি মানবমুক্তির উদ্গাতা হিসেবে এ বিশ্বে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি জগৎকল্যাণার্থে এ পবিত্র গ্রন্থে বহু মতবাদের অর্ন্তনিহিত আধ্যাত্মিক সত্য, উপলব্ধি এবং দর্শনকে সুসমন্বিতভাবে উপস্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থে তিনি জাতি-বর্ণ-শ্রেণি নির্বিশেষে সমগ্র জীবের প্রতি ভালবাসা, অহিংসা ও প্রেমের বাণী ফুটিয়ে তুলেছেন। তাই এ গ্রন্থ সবার কাছে সার্বভৌম ধর্মগ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষকে ভক্তিপথে দ্রুত মুক্তিদানের মানসে *গীতার* সর্বত্র যেমন ঈশ্বর বা সগুণ ব্রহ্মের মহিমা কীর্তনপূর্বক দ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তেমনি পাশাপাশি তিনি নিরুপাধিক অক্ষরব্রহ্মের পুনঃ পুনঃ উল্লেখপূর্বক অদ্বৈতবাদেরও জয়গান ঘোষণা করেছেন। অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্কর সর্বপ্রথম অদ্বৈত মতের আলোকে প্রথমবারের মতো *গীতার* সার্থক ভাষ্য রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ এবং দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য্যও নিজেদের দর্শনের আলোকে স্ব স্ব গীতাভাষ্য রচনা করেছেন। দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ প্রায়ই দাবী করেন যে, *গীতায়* অদ্বৈতবাদের স্থান নেই, এটি একটি ভক্তিশাস্ত্র মাত্র। অথচ শ্রীভগবান এখানে অদ্বৈতব্রহ্মের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন, একই অসীম, বিশুদ্ধ, শাশ্বত ব্রহ্ম সমগ্র জগতের সর্বজীব ও সর্ববস্তুর আশ্রয়; আবার ব্রহ্মসৃষ্ট জীবজগৎ যে মায়ার দ্বারা সদা আচ্ছন্ন থাকে সেটিও ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন, অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়া দ্বারা আবৃত থাকায়

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

মোহাচ্ছন্ন জীব তার জন্ম-মৃত্যুরহিত অব্যয় স্বরূপ জানতে পারেন না। শ্রীভগবান *গীতায়* এভাবে অদ্বৈতবেদান্তের আলোকে উচ্চমননশীল মানবজাতিকে মুক্তির পথনির্দেশ করেছেন। অদ্বৈতবেদান্তের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়- ব্রহ্ম, আত্মা, জগৎ, মায়া, মুক্তি প্রভৃতি অত্যন্ত মর্যাদার সাথে *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়* সন্নিবেশিত হয়েছে।

গীতা: সনাতন ধর্মাবলম্বীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন, মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা* ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী। বেদের মতো এটি তাই সব সম্প্রদায়েরই মান্য। সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আরো বিশ্বাস করেন যে, *গীতা* সনাতনী সকল সম্প্রদায়ের মতবাদের সার, সকল উপনিষদের সারাৎসার। সকল উপনিষদ গ্রন্থ মথিত হয়ে শ্রীভগবান সর্বসমক্ষে এই গীতামৃত উপস্থাপন করেছেন । ইংরেজ ঐতিহাসিক Arnold Toynbee-এর মতে,

> The Gita is one of the supreme religious poems. It deals with crucial spiritual problems, and its treatment of them is profound. This is why successive students of the Gita constantly discover new depths of meaning in it. (Toynbee 20)

যদিও কোনো কোনো সম্প্রদায় *গীতাকে* নিজেদের মতবাদের ধারক-বাহক বলে প্রচার করেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে কোনো সাম্প্রদায়িকতা বা সঙ্কীর্ণতার স্থান নেই । সেজন্য যুগে যুগে সকল শ্রেণীর দার্শনিক ও সকল সম্প্রদায়ের সাধকগণ গ্রন্থটিকে শ্রদ্ধার আসনে স্থান দিয়েছেন। ইতিহাসে দেখা যায়, *গীতা* রচনার পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্য, রামানুজ, শ্রীধরস্বামী, মধ্বাচার্য, বলদেব, মহানামব্রত, এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, বালগঙ্গাধর তিলক, ঋষি অরবিন্দ, স্বামী অদ্বৈতানন্দ প্রমুখ আচার্যরা সকলেই এর জ্ঞানকে শিরোধার্য করেছেন। এজন্যেই তাঁরা স্বকীয় পথানুসারীদের মতের বিকাশ ও পরিপোষণের জন্য *গীতার* উপর টীকা-ভাষ্যও রচনা করেছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় আঠারটি অধ্যায়ে মোট সাতশত শ্লোক রয়েছে। অর্জুনের জিজ্ঞাসু মনের সবিনীত প্রশ্ন এবং এসব প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর দিতে গিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানব জীবনের সার্থকতার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি যথা- ব্রহ্ম, প্রকৃতি, মায়া, একেশ্বরবাদ, দ্বৈতবাদ, ভক্তি, প্রেম, আত্মা, জ্ঞান, কর্ম, জীব, জগৎ প্রভৃতির দার্শনিক বিশ্লেষণ করে অর্জুনের তথা তাবৎ মানবকূলের সকল কৌতূহল ও জ্ঞানতৃষ্ণার নিবৃত্তি করেন। শ্রীভগবান *গীতায়* অদ্বৈতবেদান্তসহ ভারতীয় সকল দর্শনের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা এবং সাধনার বহুল প্রচলিত তিনটি মৌলিক পন্থা- কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির পারস্পরিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ এবং সকল মত ও পথের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে মানবের সহজ মোক্ষ লাভের উপযোগী সম্পূর্ণ সার্বজনীন সাধনতত্ত্ব প্রচার করেন। যদিও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *গীতায়* অলৌকিকভাবে জ্ঞান, কর্ম, যোগ, ভক্তি ইত্যকার সকল মতবাদের মধ্যে নিহিত গূঢ় সত্যের মহিমা কীর্তনপূর্বক এদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, তথাপি নিষ্কাম কর্মযোগের মাধ্যমে পরব্রহ্মের স্বরূপ অর্জনকে তিনি মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছেন।

অদ্বৈতবেদান্ত দর্শন: প্রাচীন মুনি-ঋষিদের ধ্যানলব্ধ ও তপোলব্ধ যে জ্ঞান ও সত্যকে শিষ্য-পরম্পরাক্রমে তাঁদের মেধা ও মননে এবং পরবর্তীকালে গ্রন্থাকারে ধারণ করে রাখা হয়েছে, তাই হল বেদ। আর 'বেদান্ত' বলতে বোঝায় বেদের অন্ত বা শেষ বা উত্তরভাগ বা জ্ঞানকাণ্ডকে। বেদের ভাগ চারটি- ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। প্রতিটির আবার চারটি করে অংশ রয়েছে- মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বৈদিক সাহিত্যসমূহের মধ্যে কালানুক্রমিক বিচারে উপনিষদের স্থান শেষে এবং উৎকর্ষতার বিচারে শীর্ষে। বেদান্ত বলতে উক্ত শেষ বা শীর্ষস্থানীয় গ্রন্থাবলী তথা উপনিষদসমূহকেই বুঝায়। প্রথম দিকে বেদান্ত বলতে এ উপনিষদসমূহকেই বোঝানো হত। পরবর্তীকালে 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা' ও বাদরায়ণকৃত 'ব্রহ্মসূত্র' -এ দু'টি গ্রন্থও বৈদান্তিক ধর্মগ্রন্থের স্বীকৃতি পায়। এই বেদান্ত দর্শনে বৈদিক যজ্ঞ ও ক্রিয়াকর্মের পরিবর্তে ব্রহ্মতত্ত্ব, জগৎসৃষ্টি ও জীবের স্বরূপ বিষয়ক সূক্ষ্ম তত্ত্বাদির

দার্শনিক ব্যাখ্যাসহ মনন, ধ্যান, আত্মানুসন্ধান ও আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ে যুক্তিগ্রাহ্য আলোচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বেদান্ত দর্শনের ছয়টি মতবাদ রয়েছে- অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও অচিন্ত্যভেদাভেদ। এদের মধ্যে অদ্বৈতবাদই সবচেয়ে প্রভাবশালী ও গবেষণাধর্মী দর্শন হিসেবে সমাদৃত।

আত্মোপলব্ধি তথা অভেদ ব্রহ্ম উপলব্ধিই অদ্বৈতবেদান্ত অধ্যয়নের লক্ষ্য। এই মতে, এক মহান দ্বৈতহীন জ্যোর্তিময় চৈতন্যসত্তা বা ব্রহ্মই সর্বকালে সর্বাবস্থায় সর্বত্র বিরাজমান। এই ব্রহ্ম (পরমাত্মা) ও জীবাত্মায়, জীব ও জগৎ এবং জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। নিরুপাধিক শুদ্ধ ব্রহ্মই উপাধিবশত কখনো ঈশ্বর, কখনো জীব, কখনো কোথাওবা জগৎ রূপে নিত্য বির্বতিত হচ্ছে। এ অদ্বৈত তত্ত্ব অনুধ্যান ও উপলব্ধিতে আনতে পাঠক বা সাধকের তপস্যার প্রয়োজন। সাধক তাঁর আত্মমনন ও ধ্যান দ্বারা ধীরে ধীরে এ ব্রহ্মতত্ত্ব আস্বাদনের প্রয়াস পান। যেহেতু, অদ্বৈত বেদান্তে ব্রহ্ম ও জীব অভেদাত্মক, তাই ব্রহ্মকে সম্যকভাবে জানার অর্থ হল ব্রাহ্মণ হওয়া। ব্রহ্ম উপলব্ধির এ স্তরে জীবের পৃথিবীতে আর কিছুই চাওয়ার বা অর্জনের প্রয়োজন হয় না এবং এই এক ব্রহ্মসত্তা ছাড়া অন্যবস্তু তার কাছে মিথ্যা হয়ে যায়। Donald M. Borchert সম্পাদিত Encyclopedia of Philosophy গ্রন্থে বিষয়টির সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়,

> Knowing the *brahman*, according to the tradition of Advaita Vedānta, is to become the *brahman*. It is not knowing an object, however large and great in its dignity, that stands over against one as an other; rather, it is an experience in which all otherness is canceled, and one discovers that within oneself nothing else remains to be achieved. (Borchert 683)

ব্রহ্মোপলব্ধির জন্য বেদান্তে সাধকের মনের দৃঢ়তা, আচার, ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিচারবোধ, নিস্তব্ধতা, যোগ, তপস্যা, গুরুনিষ্ঠা প্রভৃতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের প্রবক্তা হিসেবে আদি শঙ্করাচার্যের নাম সর্বাগ্রে চলে আসে। তাঁর জন্ম কেরালায়। বলা হয়ে থাকে যে, মাত্র ৮ বছর বয়সে তিনি মায়ের অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর গুরুর নাম ছিল গোবিন্দপাদ এবং পরম গুরুর নাম ছিল তদানীন্তন প্রখ্যাত বেদান্ত দার্শনিক আচার্য গৌড়পাদ। এঁর কাছেই তিনি অদ্বৈতবেদান্তের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। *উপনিষৎ*, *ব্রহ্মসূত্র* ও *ভগবদ্গীতা*র উপর ভাষ্য রচনা তাঁর প্রধান কীর্তি। এ তিনটি বিশাল কলেবরের গ্রন্থ ছাড়াও সংস্কৃত ভাষায় তাঁর রচিত বহু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ, প্রকরণ ও কবিতা আছে, যেগুলোর প্রধান লক্ষ্য ছিল জগতে অদ্বৈতবেদান্ত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে ব্রহ্ম, জগৎ ও জীবাত্মার সম্মিলন। তাঁর ভাষাশৈলী সরল, স্পষ্ট, অর্থপূর্ণ, যুক্তিসিদ্ধ, সুরেলা, ত্রুটিহীন এবং স্বতঃসিদ্ধ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অদ্বৈতবাদঃ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*র বিশাল শ্লোকসম্ভারের বিবিধ পর্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে অদ্বৈত তত্ত্ব অত্যন্ত চমৎকারভাবে বিবৃত হয়েছে। এখানে ব্রহ্ম, আত্মা, জগৎ, মায়া, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়াদি আলোচিত হয়েছে যেগুলো অদ্বৈতবেদান্তের মূল আলোচ্য বিষয়। এসব বিষয়গুলোর নিগূঢ় তত্ত্ব অদ্বৈতবেদান্তের সাথে সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। *গীতা*য় অদ্বৈতবাদের স্বরূপ উপলব্ধি করার জন্য গ্রন্থটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে শ্রীমুখে কিভাবে বিবৃত করেছেন তা তুলে ধরা হল।

ব্রহ্ম বা পরমাত্মাঃ ব্রহ্ম শব্দের অর্থ 'সর্বশ্রেষ্ঠ'। 'বৃন্হ্' ধাতুর সঙ্গে 'মন্' প্রত্যয় যোগ করে ব্রহ্ম শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। বৃহ্ ধাতুর অর্থ হল ব্যাপক এবং মন্ প্রত্যয়ের অর্থ হল অতিশয়। সুতরাং 'ব্রহ্ম' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ - যা নিরতিশয় বৃহৎ বা ব্যাপকতম বা মহত্তম। ব্রহ্ম সর্বব্যাপ্ত চিন্ময় সত্তা। অদ্বৈতবেদান্ত তাবৎ ব্রহ্মাণ্ডে এই একটিমাত্র অনির্বচনীয় পরম তত্ত্ব বা চৈতন্যসত্তাকেই বিশ্বাস করে, যিনি সনাতনী বিবিধ শাস্ত্রে ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ, পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম ইত্যাদি নামে পরিচিত।

অদ্বৈতবেদান্ত মতে, ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান সত্তা। ইনি সকল জাগতিক গুণের অতীত শুদ্ধ চৈতন্য বিশেষ। এই চৈতন্য দ্বারাই অনন্ত বিশ্বচরাচর ও এর অনন্ত জীবরাশি গ্রথিত এবং আচ্ছাদিত আছে। তিনি এ অনন্ত বিশ্ব-জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র কারণ। তিনি জ্যোতির্ময় এবং অশরীরী। তিনিই আত্মারূপে জাগতিক সর্ববস্তু ও সর্বজীবের অন্তরে-বাইরে সর্বত্র বিরাজমান। মহাবিশ্বের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান যত নাম, রূপ, আকার বিদ্যমান তার সবই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম থেকেই অনন্ত গ্রহ-নক্ষত্রখচিত এ বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি, ব্রহ্ম-সত্তাতেই তাদের স্থিতি এবং ব্রহ্মেই এ জগতের খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয় সংগঠিত হয়। *নিরালম্ব উপনিষদে* উক্ত হয়েছে- 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' (৮)। অর্থাৎ সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম অতিরিক্ত আর কিছুই নেই। তিনিই এ জগতের নিমিত্ত কারণ ও চিরন্তন চেতনসত্তা নির্গুণ ব্রহ্ম।

ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনায় তাঁকে অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে সচ্চিদানন্দ বলে অভিহিত করা হয়। সৎ, চিৎ এবং আনন্দ -এ তিনটির মধ্যে 'সৎ' বলতে বোঝায়- ব্রহ্ম চিরন্তন স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অস্তিত্বময় বা সত্তাবান, 'চিৎ' হল- ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ বা জ্ঞানস্বরূপ আর 'আনন্দ' বলতে বোঝায়- ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। সৃষ্টির আদিতে এই সচ্চিদানন্দই ছিলেন, এখনও আছেন এবং অনন্তকাল থাকবেন। জীবাত্মা যখন দেহবোধ ছেড়ে আত্মবোধে উন্নীত হয় তখন সে ব্রহ্মের এ সর্বোচ্চ সত্তার স্বরূপ নিজেই অনুভব করে। Dr. Ram Pratap Sing এ প্রসঙ্গে বলেন,

> During this slate of realization one perceives one's identity with the Highest Reality itself and with all; and this is but another name for liberation. One enjoys perfect Being, perfect Awareness, and perfect Bliss. One sees oneself in everything and everything in one's own self. (Sing 63)

অদ্বৈত মতে, ব্রহ্মের দুই প্রকার লক্ষণ- স্বরূপ লক্ষণ বা নির্গুণ-ব্রহ্ম ও তটস্থ লক্ষণ বা সগুণ-ব্রহ্ম। নিরাকার, নির্বিশেষ, নির্বিকল্প, নিষ্ক্রিয়, নিত্য, গুণাতীত, অদ্বয়, বিশুদ্ধ, জ্যোতির্ময় ইত্যাদির মাধ্যমে ব্রহ্মের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয় বলে এসব ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। আবার ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, সংহারকর্তা - এসব গুণ ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। দ্রষ্টা সাধকের পারমার্থিক দৃষ্টিতে যা নির্গুণ ব্রহ্ম, সাধারণের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাই সগুণ ব্রহ্ম। আচার্য শঙ্করের মতে, নির্গুণ ব্রহ্ম অনির্বাচ্য, নির্বিশেষ ও অবাঙমানসগোচর হলেও শূন্য নয়; বরং এ ব্রহ্মই জগদান্তরালে বিদ্যমান একমাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। এ নির্গুণ ব্রহ্ম কেবল উপলব্ধির বিষয়, আলোচনার নয়। এ ব্রহ্মের কোন নাম, রূপ, জাতি, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি বিকল্প না থাকায় তিনি নির্গুণ, নির্বিশেষ ও নির্বিকল্পক। তাঁর এ নির্গুণ সত্তা মন, চিন্তা ও বাক্যের দ্বারা প্রকাশযোগ্য নয়। উপাসকেরা যখন এ অপ্রকাশযোগ্য নির্গুণ ব্রহ্মকে নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করে সহজে বোধগম্য ও প্রকাশের প্রচেষ্টা করেন, তখনই এ ব্রহ্ম গুণবিশিষ্ট হয়। অদ্বৈত মতে, এটাই ব্রহ্মের সগুণ সত্তা যাকে দ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সাধকেরা ঈশ্বর বলে অভিহিত করেন। এই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই শাস্ত্রে জগতের স্রষ্টা, পালক ও সংহারকরূপে অভিহিত। নির্গুণ ব্রহ্মের সগুণ রূপের বর্ণনা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়েছে অর্জুনের মুখে,

> ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
> ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥
> অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্যম্ অনন্তবাহুং শশিসূর্যনেত্রম্।
> পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্॥ (১১/১৮-১৯)

"তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম, তুমিই একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, তুমিই এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমিই সনাতন ধর্মের প্রতিপালক, তুমি অব্যয় সনাতন পুরুষ, ইহাতে আমার সংশয় নাই। আমি দেখিতেছি, তোমার আদি নাই, মধ্য

নাই, অন্ত নাই, তোমার বলৈশ্বর্যের অবধি নাই; অসংখ্য তোমার বাহু, চন্দ্র-সূর্য তোমার নেত্রস্বরূপ, তোমার মুখমণ্ডলে প্রদীপ্ত হুতাশন জ্বলিতেছে; তুমি স্বীয় তেজে নিখিল বিশ্বকে সন্তাপিত করিতেছ।"

আচার্য শঙ্কর এ সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৎ না বললেও ঈশ্বর আরাধনাকে অনুৎসাহিত করেননি। তিনি নিজেও জগতের সাধারণ ভক্তদের কল্যাণার্থে ঈশ্বরের আরাধনাসূচক অনেক শ্লোক রচনা করেছেন। *ভজগোবিন্দ*, *কৃষ্ণাষ্টক* তাঁরই রচিত এমন দু'টি ভক্তিমূলক ভজন। আবার তাঁর আরেক রচনা প্রবোধসুধাকরের শুরুতেই এ বিষয়ে বলা হয়েছে,

নিত্যানন্দৈকরসং সচ্চিন্মাত্রং স্বয়ঞ্জ্যোতিঃ ।
পুরুষোত্তমমজমীশং বন্দে শ্রীয়াদবাধীশম্ ॥ (তর্করত্ন ১)

"নিত্যানন্দময়, একরস, নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, স্বপ্রকাশ, জন্ম-রহিত, পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রী যদুকুলপতি ঈশ্বরকে বন্দনা করি।"

ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ। তাঁরই শক্তিতে মায়ার বিকাশ হয়ে থাকে এবং এই মায়ার সহায়তায় তিনি চরাচর জগতের সৃষ্টি করে থাকেন। নির্বিশেষ পরব্রহ্মই মায়ার এবং মায়িক নাম-রূপ-প্রপঞ্চের একমাত্র অধিষ্ঠান বা আশ্রয়। জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র ব্রহ্মই নাম-রূপবিহীনভাবে সত্তাবান ছিলেন। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* উক্ত হয়েছে,

'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।' (৬/২/১)

অর্থাৎ নাম-রূপ দ্বারা ব্যক্ত এই দৃশ্যমান জগৎ প্রকাশের আগে একমাত্র ব্রহ্মই এক এবং অদ্বিতীয় সত্তাবান রূপেই বিরাজমান ছিলেন। লীলাবিলাসচ্ছলে 'একো অহং বহু স্যাম' সঙ্কল্পপূর্বক তিনি এ জগৎ সৃষ্টি করলেন। এর একটা সুন্দর উদাহরণ ফুটে উঠেছে *মুণ্ডক উপনিষদে*,

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥ (১/১/৭)

অর্থাৎ- মাকড়সা যেমন অপরের সাহায্য না নিয়েই নিজেই নিজ শরীর হতে অভিন্ন তন্তুরাশিকে উৎপাদন করে, আবার সেই সকলকে নিজের দেহের সহিত একীভূত করে ফেলে এবং যেরূপ ওষুধিসকল (ধান্যাদি বৃক্ষসমূহ) পৃথিবীতে তদভিন্নরূপেই উৎপন্ন হয় এবং যেরূপ জীবিত পুরুষের দেহ হতে বিজাতীয় কেশ ও লোমাদি উৎপন্ন হয় সেরূপ অব্যয় অক্ষর ব্রহ্ম হতে এ বিশ্বসংসার উৎপন্ন হয়।

যেহেতু এক ব্রহ্মই বহু হয়েছেন, বহুনামে বহুরূপে প্রতিভাত হচ্ছেন, তাই *বেদ* বলছেন- 'একং সদ বিপ্রা বহুধা বদন্তি'। অর্থাৎ- "সেই একমাত্র পরম সত্তাকে পণ্ডিতগণ বহু নামে ডেকে থাকেন। অদ্বৈতবেদান্তে বর্ণিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের এ স্বরূপ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন,

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা-মৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ (১৩/১২-১৭)

"যাহা জ্ঞাতব্য বস্তু, যাহা জ্ঞাত হইলে অমৃত অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায়, তাহা বলিতেছি; তাহা আদ্যন্তহীন, আমার নির্বিশেষ স্বরূপ ব্রহ্ম; তৎসম্বন্ধে বলা হয় যে, তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন। সর্বদিকে তাঁহার হস্তপদ, সর্বদিকে তাঁহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, সর্বদিকে তাঁহার কর্ণ; এইরূপে এই লোকে সমস্ত পদার্থ ব্যাপিয়া তিনি অবস্থিত আছেন। তিনি চক্ষুরাদি সমুদয় ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে প্রকাশমান অথচ সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত নিঃসঙ্গ অর্থাৎ সর্বসঙ্গশূন্য অথচ সকলের আধারস্বরূপ, নির্গুণ অথচ সত্ত্বাদি গুণের ভোক্তা বা পালক। সর্বভূতের অন্তরে এবং বাহিরেও তিনি, চল এবং অচলও তিনি; সূক্ষ্মতাবশতঃ তিনি অবিজ্ঞেয়; এবং তিনি দূরে থাকিয়াও নিকটে স্থিত। তিনি অপরিচ্ছিন্ন হইলেও সর্বভূতে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন। তাঁহাকে ভূতসকলের পালনকর্তা, সংহর্তা ও সৃষ্টিকর্তা জানিবে। তিনি জ্যোতিঃসকলেরও জ্যোতিঃ, তিনি তমের অর্থাৎ অবিদ্যারূপ অন্ধকারের অতীত; তিনি বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রকাশমান জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয় তত্ত্ব; তিনি জ্ঞানের দ্বারা লভ্য; তিনি সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত আছেন।"

সম্পূর্ণ অবিকারী ভাবেই নির্বিকার ব্রহ্ম তাঁর এই সৃষ্টি বা প্রকাশের কাজ করছেন। তাই এ জগৎ ব্রহ্মের বিকার বা পরিণাম নয়। সদা বিদ্যমান ব্রহ্মকে অবলম্বন করেই মায়া তাঁর বিচিত্র খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং জীবের কাছে মায়াসৃষ্ট এ জগৎ সত্য বলে বোধ হচ্ছে। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আসলে একটা চৈতন্য-সমুদ্র। বস্তুত জড়া প্রকৃতিতে যা কিছু আছে তা কিন্তু এই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই। এই অবিকারী কূটস্থ ব্রহ্মই জড় জগৎরূপে প্রতিভাত হয়, তাই ব্রহ্ম জগতের অপরিণামী উপাদান বা বিবর্তকারণ। অতএব ব্রহ্ম কেবল জগতের নিমিত্তকারণই নন, তিনি উপাদানকারণও বটে। ব্রহ্মের এ শাশ্বত সত্তার কারণেই আচার্য্য শঙ্কর বলেছেন (মুখোপাধ্যায় ২০),

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥

অর্থাৎ- ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম, আর কেউ নন, এটাই সৎশাস্ত্র, এটাই সকল বেদান্তশাস্ত্রের ঘোষণা। ব্রহ্মের এ সৎস্বরূপে স্থিতির স্বরূপ ফুটে উঠেছে *গীতায়* শ্রীভগবানের বাণীতে,

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামান্ত এব চ॥ (১০/২০)

"হে অর্জুন, সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা (প্রত্যক্ চৈতন্য) আমিই। আমিই সর্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারস্বরূপ (অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা)।"

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভুতং চরাচরম্॥ (১০/৩৯)

"হে অর্জুন, সর্বভূতের যাহা বীজস্বরূপ তাহাই আমি, আমা ব্যতীত উদ্ভূত হইতে পারে চরাচরে এমন পদার্থ নাই।"

ওঁ তৎ সৎ - এই তিনটি শব্দই ব্রহ্মবাচক। তিনটি শব্দ পৃথক ভাবেও ব্যবহৃত হয়, আবার এক সঙ্গেও এগুলোর প্রয়োগ করা হয়। 'ওঁ' (অ-উ-ম) বা প্রণব গূঢ়াক্ষররূপী বৈদিক মন্ত্র। এই ওঙ্কারই জগতের অভিব্যক্তির আদি কারণ শব্দব্রহ্ম। বিভিন্ন ঋষিশাস্ত্রে (*ছান্দোগ্য উপনিষদ*, ১/১; *মৈত্র্যুপনিষৎ*, ৬/৩/৪ ও *মাণ্ডুক্য উপনিষদ* ১/১২) এ প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। *মাণ্ডুক্য উপনিষদে* বলা হয়েছে,

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবদ্‌ভবিষ্যদিতি সর্বমোঙ্কার এব।
যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব। (১)

অর্থাৎ- ওঁ এই অক্ষরটিই এই সমস্ত (জগৎ); এর উপব্যাখ্যা- ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সমস্তই ওঙ্কার। ত্রিকালাতীত যে অন্য পদার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম, তাও ওঙ্কার। একইভাবে 'তৎ' এবং 'সৎ' শব্দও ব্রহ্মবাচক। এই ব্রহ্মবাচক তিনটি শব্দ সম্পর্কে *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়* বলা হয়েছে,

ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্তন্তে বিধানোক্তঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়া।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ (১৭/২৩-২৬)

"'ওঁ তৎ সৎ' এই তিন প্রকারে পরব্রহ্মের নাম নির্দেশ করা হইয়াছে; এই নির্দেশ হইতেই পূর্বকালে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে। এই হেতু ব্রহ্মবাদিগণের যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম সর্বদা 'ওঁ' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াই অনুষ্ঠিত হয়। যাঁহারা মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারা ফল কামনা ত্যাগ করিয়া 'তৎ' এই শব্দ উচ্চারণপূর্বক বিবিধ যজ্ঞ তপস্যা এবং দানক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। হে পার্থ, সদ্ভাব ও সাধুভাবে অর্থাৎ কোন বস্তুর অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব নির্দেশার্থ সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়; এবং মঙ্গল কর্মেও সৎ শব্দ ব্যবহৃত হয়।"

পরিশেষে *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার* একটি শ্লোকের উল্লেখ করা হল যেখানে অদ্বৈতবেদান্তে বর্ণিত ব্রহ্মতত্ত্বের মূল সুর ধ্বনিত হয়েছে। শ্লোকটির মাধ্যমে একজন ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত যজ্ঞকারীর নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ কি হতে পারে তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিবৃত করেছেন,

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ (৪/২৪)

অর্থাৎ- অর্পণ ব্রহ্ম, ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি হোম করেন তিনিও ব্রহ্ম, এরূপ কর্মাত্মক ব্রহ্মে ন্যস্তচিত্ত জনও ব্রহ্ম। এভাবেই *গীতায়* সর্বত্র সগুণ ব্রহ্মের যেমন মহিমা কীর্তন করা হয়েছে, তেমনি নিরুপাধিক অক্ষরব্রহ্ম সম্পর্কেও বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, অদ্বৈতবেদান্তে বর্ণিত পরব্রহ্মের যে স্বরূপ তা *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায়* সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে।

জীব বা আত্মা: আত্মা জগৎ, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্ত উপাদানের চেয়েও সূক্ষ্ম এমন একটি অবর্ণনীয় এবং অতীন্দ্রিয় সত্তা যা চেতন, শাশ্বত, চিরন্তন এবং আনন্দময়। প্রতি জীবে সূক্ষ্মভাবে বিরাজমান এ আত্মা হল জীবদেহের আসল ভিত্তিস্বরূপ। বাক্য বা মন দ্বারা তাকে প্রকাশ করা যায় না। অদ্বৈতবেদান্তে, আত্মা জীবের এমন এক সচেতন সত্তা যা পরব্রহ্মের সাথে অভিন্ন ও এক। এই চৈতন্য নিত্যবস্তু, শুদ্ধ, মুক্ত, বুদ্ধ, নিরঞ্জন, নির্বিকার। জীবাত্মা ও পরমাত্মা (ব্রহ্ম) স্বরূপে অভিন্ন -এ সত্যই অদ্বৈতবাদের বহুল প্রচলিত 'তত্ত্বমসি' এবং 'সোऽহং' ইত্যাদি অমৃতময় মহাবাক্যে ফুঠে উঠেছে। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* দেখা যায়, ঋষি আরুনি তাঁর পুত্রকে বলছেন, 'স য এষো অণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং, তৎ সত্যং, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' (৬/৮/৭) । অর্থাৎ- সেই যে এই অণিমা

তথা সূক্ষ্ম সৎ পদার্থ, এ সমস্ত পদার্থমাত্রই এর (ব্রহ্মের) স্বরূপ, তাঁরই দ্বারা এই জগৎ আত্মবান। তিনিই পারমার্থিক সত্য, তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই সৎ (ব্রহ্ম)।

এ আত্মাকে প্রকাশ প্রচেষ্টায় জীবের দ্বারা প্রয়োগকৃত সকল অনুমান, প্রমাণ ও মুখনিঃসৃত শব্দ ব্যর্থ হয়। কারণ জীব তার দেহের যাবতীয় অঙ্গ, বাক্য, মন ও চিন্তা ঐ আত্মার শক্তিতেই সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়। গভীর ধ্যানে আত্মসাক্ষাৎকার গ্রহণ করলে জীব তার মনের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। Natalia Isayeva-এর ভাষায়,

> *Ātman* in Advaita is pure consciousness, being one and only one it has nothing by way of parts or attributes. This consciousness is real and unavoidably present in every human experience, but it depends neither upon changeable objects, nor upon methods of inference or perception. (Isayeva 115)

অদ্বৈতমতে, বর্হিজাগতিক বিবিধ বস্তুর মধ্যে নাম ও রূপগত ব্যাপক পার্থক্য থাকলেও প্রতিটি বস্তুর 'অস্তি-ভাতি-প্রিয়ং' অনুবর্তমান। এ প্রসঙ্গে শঙ্কর *দৃগ্দৃশ্যবিবেক-এ* বলেছেন,

অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্॥ (২০)

অর্থাৎ জগতের প্রতিটি বিষয়ের পাঁচটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল- এটি 'অস্তি' অর্থাৎ 'সৎ' বা 'সত্তাবান'; 'ভাতি' অর্থাৎ 'স্বপ্রকাশ' বা 'চৈতন্যময়'; 'প্রিয়ং' অর্থাৎ 'আনন্দময়'; রূপসম্পন্ন এবং নামযুক্ত। এদের মধ্যে প্রথম তিনটি হল ব্রহ্মের শাশ্বত প্রকৃতি, এবং শেষ দু'টি জগতের সকল জীবের প্রকৃতি। সাধারণ জীবের মধ্যে প্রথম তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকলেও তা সুপ্ত অবস্থায় থাকে। আর নাম ও রূপ দ্বারা আবদ্ধ জীব ব্রহ্মের সহিত পারমার্থিকভাবে অভিন্ন হলেও অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রের তুলনায় নিজেকে একটি পৃথক ও ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্ বলে মনে করে। সে বুঝতে পারে না যে, সমুদ্রের ঢেউ যেমন সমুদ্র থেকে আলাদা নয়, তেমনি এই নামরূপ জগৎ ও জীব ব্রহ্ম হতে আলাদা নয়, তাঁরই অভিন্ন সত্তা। জীব ও ব্রহ্মের এ ভিন্নতা বোধের কারণ হল ব্রহ্মের অবিদ্যাশক্তি মায়া। যতক্ষণ জীবের মধ্যে এ অবিদ্যাজনিত আবরণ ও ভেদজ্ঞান থাকে ততক্ষণই সে দেহসর্বস্ব এবং মায়াচ্ছন্ন ক্ষুদ্র সত্তামাত্র। স্বীয় আত্মার অনন্ত স্বরূপ ভুলে মায়াসৃষ্ট এ ক্ষুদ্র জীবই অবিদ্যার বন্ধনে আবদ্ধ থেকে বিবিধ নাম ও রূপময় উপাধিসকলকে বৈচিত্র্যময় দৃষ্টিতে দর্শন করে। অদ্বৈত মতে, এভাবে প্রতিটি নাম-রূপ উপাধিযুক্ত জীবসত্তাই স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হয়েও নিজেকে ক্ষুদ্র ও নীচভাবে এবং পরস্পরের সাথে ছোট-বড়, উঁচু-নীচু ইত্যকার ভেদজ্ঞানে জড়িয়ে পড়ে।

জীবাত্মা সর্বজ্ঞ হলেও তিনি মায়ার আবরণী ও বিক্ষেপণী শক্তির আচ্ছাদনে ক্ষুদ্র ও অল্পজ্ঞের স্বরূপ লাভ করে। যে অখণ্ড ও অভেদ ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজিত, তাই জীবদেহে খণ্ড চৈতন্যের রূপ পরিগ্রহ করে জীবাত্মারূপে জীবে জীবে স্থিতি লাভ করে। যখন সাধনার বলে জীবের মায়াচ্ছাদিত অজ্ঞতা দূরে যায়, তখন তিনি মেঘমুক্ত নির্মল পূর্ণচন্দ্রের মত আপন চিন্ময় আত্মস্বরূপ নিজের মধ্যে অনুভব করেন। যারা আত্মার এই স্বরূপ দর্শন করেন, তারাই নিজেদের অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র সর্বপদার্থের অন্তরালে ব্রহ্মকে অনুভব করতে পারেন। 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' -উপনিষদের (*মাণ্ডুক্য উপনিষৎ*, ১/২) এ মহাবাক্যটি 'ব্রহ্ম' ও 'আত্মা'র এই একত্ববাদ বা অদ্বৈতবাদই ঘোষণা করছে। আত্মা যে ব্রহ্মের সহিত চির অস্তিত্বমান অভেদ এবং এক সত্তা তা নিয়ে *কঠোপনিষদ* বলছে,

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চি-
ন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ (১/২/১৮)

"এ আত্মা জন্ম নেন না অথবা মরেন না; ইনি কোন কিছু থেকে সঞ্জাত হয়নি, এর থেকে কোনো কিছুও হয়নি। ইনি অজাত, নিত্য, চিরন্তন, সর্বদা বিদ্যমান, শরীরের নাশ হলেও একে নাশ করা যায় না।" আত্মা-ব্রহ্ম যে একই অভেদ স্বরূপ চিরন্তন এক সত্তা তার অভিন্ন সুর ফুটে উঠেছে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়*ও-

> ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
> নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
> অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
> ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ (২/২০)

ব্রহ্মের সাথে আত্মার এ শাশ্বত অভেদ রূপ আরো সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে নীচের শ্লোকটিতে,

> অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
> নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
> অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥ (২/২৪)

"এই আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য্য বলে উক্ত হন।" আত্মার এ অদ্বয়ত্ব নিয়ে শঙ্কর বলেন (বিদ্যারত্ন ১৪২),

> অয়মাত্মা নিত্যসিদ্ধঃ প্রমাণে সতি ভাসতে ।
> ন দেশং নাপি কালং ন শুদ্ধিং বাপ্যপেক্ষতে ॥ (৫৩৩)

অর্থাৎ- প্রশস্ত প্রমাণবশত এই পরমাত্মা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া শোভা পাইতেছেন, তাহাতে দেশ কাল বা শুচিতাদির অপেক্ষা করে না। সুতরাং শাশ্বত সত্য এ আত্মা, জ্ঞানের সঠিক উপায় প্রয়োগ হলে নিজেকে প্রকাশ করে এবং স্থান বা সময় বা বিশুদ্ধতার উপর নির্ভর করে না।

বিষয়টি আরো পরিস্কার হয় আমাদের ভিতর-বাইরে সর্বব্যাপ্ত আকাশমণ্ডলকে চিন্তা করলে। আকাশ মূলত অখণ্ড, কিন্তু এ অখণ্ড আকাশ ঘটাদি বিবিধ আবেষ্টনীর মধ্যে পড়লে তা ছোট-বড় ঘটাকাশ বলে অভিহিত হয় এবং অখণ্ড মহাকাশ হতে ভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয়, সেরূপ বিবিধ জীবদেহের অন্তঃকরণের আবেষ্টনীর মধ্যে পড়ে অখণ্ড ব্রহ্ম ক্ষুদ্র জীব উপাধি লাভ করে। ঘটাকাশ যেমন মহাকাশের ক্ষুদ্রতর কাল্পনিক অভিব্যক্তি, জীবও সেইরূপ অনন্ত অখণ্ড ব্রহ্মের খণ্ডময় অভিব্যক্তি। বাস্তবে প্রতি ঘটে ঘটে থেকে আকাশ যেমন সর্বব্যাপ্ত, তেমন প্রতি জীবে জীবে থেকেও আত্মা সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্মাই হন। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টরূপে জীবকে সনাতন ব্রহ্মাংশ বলে উল্লেখ করেছেন,

> মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
> মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ (১৫/৭)

অর্থাৎ- এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার নিজেরই চিরন্তন অংশ, জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তারা মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতিরূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে। স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্রহ্মের চিরন্তন বা সনাতন অংশ জীব বলতে এক্ষেত্রে ব্রহ্মের অখণ্ড সত্তা তথা ব্রহ্মের অভিন্ন অংশকেই বোঝানো হয়েছে।

জীবে জীবে একই আত্মা যে বিরাজিত আছেন এবং তিনি যে পরমাত্মার সাথে অভিন্ন, *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান তাই বর্ণনা করেছেন,

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ (১৩/২২)

অর্থাৎ- এই শরীরে আর একজন পরম পুরুষ রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর। তাঁকে বলা হয় পরমাত্মা।

উপরোক্ত আলোচনায় পরমপুরুষ বা ব্রহ্ম যে জীবদেহস্থিত আত্মার সাথে একাকার তার উপলব্ধিরই প্রকাশ প্রতিভাত হয়েছে। সর্বোপরি বলা যায়, *গীতায়* জীবাত্মার সাথে ব্রহ্মের অখণ্ড অভেদ তত্ত্ব তথা অদ্বৈত মত সিদ্ধ হয়েছে।

জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডঃ অদ্বৈতমতে, ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত এ জগৎ মিথ্যা, স্বপ্নবৎ। ব্রহ্মই জগৎরূপে কল্পিত। জগৎ যেন একটা ইন্দ্রজাল। তবে জগৎ স্বপ্নের মত অলীক নয়। এই মতে ব্রহ্ম তাঁর মায়াপ্রভাবে সমস্ত পাঞ্চভৌতিক জগৎ সৃষ্টি করে তাতে অনুপ্রবিষ্ট থেকে তাকে জগৎসত্তার আভাস দিয়েছে। তাই ব্রহ্মই এ জগতের সৃষ্টির মূল। *ব্রহ্মসূত্র* ঘোষণা করেছে, 'ওঁ জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১/১/২)। অর্থাৎ - এ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য্য যাঁর থেকে ঘটে, তিনিই ব্রহ্ম। *গীতায়* ভগবানের প্রতি অর্জুনের স্তবের মধ্যে এ সত্য ফুটে উঠেছে-

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥ (১১/৩৮)

"হে অনন্তরূপ, তুমি আদিদেব, তুমি অনাদি পুরুষ, তুমি এই বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান, তুমি জ্ঞাতা, তুমিই জ্ঞাতব্য, তুমিই পরমধাম! তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছ।"

মায়া, যা ব্রহ্মের শক্তি, তা ব্রহ্ম থেকে আলাদা বা অভিন্ন নয়। এটি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ -এই তিনটি গুণের সমন্বয়ে গঠিত। অদ্বৈত মতে, ব্রহ্ম যখন নিজের স্বরূপকে অক্ষুন্ন রেখে জগৎরূপে বিবর্তিত হন, তখন তাঁর কূটস্থ অবস্থার কোনরূপ বিকৃতি, পরিবর্তন বা পরিণামপ্রাপ্তি হয় না। অদ্বৈত বেদান্তে এরই নাম বিবর্ত। ব্রহ্ম জগৎরূপে বা জগতের বিবিধরূপে প্রতিভাত হন, কিন্তু তাঁর কারণসত্তা অক্ষুন্ন থাকে এবং তিনি জগতে পরিণত হন না। এ প্রসঙ্গে *গীতায়* শ্রীভগবান বলছেন,

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয় ।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ (৭/৬)

"সমস্ত ভূত এই দুই প্রকৃতি হইতে জাত, ইহা জানিও। সুতরাং আমিই নিখিল জগতের উৎপত্তি ও লয়ের কারণ।" এখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অপরা ও পরা -এই দুই প্রকৃতিকে নির্দেশ করে বলছেন- অচেতনা অপরা প্রকৃতি দেহাদিরূপে (ক্ষেত্র) পরিণাম প্রাপ্ত হয়, চেতনা পরাপ্রকৃতি বা জীবচৈতন্য (ক্ষেত্রজ্ঞ) ভোক্তৃরূপে দেহে প্রবেশ করে দেহাদি ধারণ করে রাখে। এই দুই প্রকৃতি আমারই প্রকৃতি, আমা হতেই উৎপন্ন বা আমারই বিভাব, সুতরাং আমিই প্রকৃতপক্ষে জগতের কারণ।

'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'- এখানে মিথ্যা শব্দটি শঙ্কর পরিপূর্ণ নঞর্থক অর্থে প্রয়োগ করেননি। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এ জগৎকে মিথ্যা বলে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেননি। তাঁর মতে, পারমার্থিক সত্তায় জগৎ নেই ঠিক, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ জগৎ সত্য। কেননা সাধারণ জীবের নিকট এর একটি আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে, যে অস্তিত্ব কিছু সময়ের জন্য সত্য। তবে এ জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় অবাধিত ত্রিকালসৎ নয়। যখন সাধকের নিকট নিত্য ব্রহ্মের সত্যজ্ঞান উদয় হয় তখন এ অস্তিত্ব অদৃশ্য হয়ে যায়। এটাই হল ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্যতা। এ দৃষ্টিকোণ থেকে

বিচার করলে এ জগৎ মিথ্যা। নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায় যে, এ দৃশ্যমান জগৎ এবং তজ্জাত সমস্ত জ্ঞাতব্য ও অনুভবনীয় বস্তুই নশ্বর। যেমন- জীবের স্বপ্নে বিভিন্ন বস্তু দৃশ্যমান হলেও, জাগ্রতকালে তার কোনকিছুই থাকে না, তদ্রুপ এ জগৎ একটি নশ্বর স্বপ্নের মত মাত্র। এ নশ্বর বস্তুই অদ্বৈতদৃষ্টিতে মিথ্যা। আর আত্মব্রহ্মই একমাত্র অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্যসত্তা। এ প্রেক্ষিতে *গীতা*র বাণী প্রণিধানযোগ্য,

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ (২/১৬)

অর্থাৎ- তত্ত্বদ্রষ্টাগণ সদসদ উভয়েরই চরম দর্শন করেছেন তথা স্বরূপ উপলব্ধি করেছেন যে, অসৎ বা অনিত্য বস্তুর (জগৎপ্রপঞ্চ, দেহাদি ও তৎসংসৃষ্ট সুখদুঃখাদি) স্থায়িত্ব নেই এবং সৎ বা নিত্য বস্তুর (আত্মা) কখনও বিনাশ হয় না।

জগৎ যদি সত্য হত, তবে জগৎ এবং এর যাবতীয় বস্তুরাজি কখনো ধ্বংস হত না, আবার যদি মিথ্যা হত, তাহলে জগজ্জাত দ্বন্দ্ব থেকে জীবের সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা হত না। এ জগৎ সৎ নয়, অসৎ নয়, সদসৎও নয়, কিন্তু সদসদভিন্ন। তাই শঙ্কর এ জগৎকে সত্য-মিথ্যা থেকে ভিন্ন একটি অনন্য অনির্বচনীয় সত্তা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আচার্য শঙ্করের মতে, এই জগৎ বাস্তব বা অবাস্তব নয়, রজ্জুকে কুণ্ডলীবদ্ধ সর্পের মতো মনে হওয়া। স্বল্প আলোতে রজ্জু বা দড়িকে প্রথমে সাপ বলে প্রতীয়মান হলেও, সম্যকভাবে জেনে ফেললে আর সাপের অস্তিত্ব থাকে না। *গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগতকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ -এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন বলে উল্লেখ করেছেন,

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ (৭/১৩)

"এই ত্রিবিধ গুণময় ভাবের দ্বারা (সত্ত্বরজস্তমোগুণ দ্বারা) সমস্ত জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে, এ-সকলের অতীত অক্ষয় আনন্দস্বরূপ আমাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারে না।"

ব্রহ্ম তাঁর মায়া দ্বারা জগতের পাশাপাশি জগতের সমস্ত জীবকুলকেও সৃষ্টি করেছেন। এ মায়ার প্রভাবের কারণেই জীবের সম্মুখে স্থাবর এবং অস্থাবর উপাদান দ্বারা গঠিত এ জগৎ নানারূপে উপস্থিত হয়। যেহেতু, অজ্ঞান বা অবিদ্যাই এ জগতের কারণ, তাই জীব যতদিন অজ্ঞানতা দ্বারা আবদ্ধ থাকবে ততদিন তার কাছে মায়াময় জগৎ-সত্তা বিদ্যমান থাকবে। মায়াজাত অবিদ্যা জীবকে মোহিত করার জন্য তার আবরণ ও বিক্ষেপ- এ দুই শক্তির সাহায্য নেয়। আবরণ শক্তি দ্বারা সে ব্রহ্মকে আবরিত করে এবং বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা সে জগতের বৈচিত্র্য সম্পাদন করত জীবের নিকট জগৎ-প্রপঞ্চকে বোধ করায়। শুধুমাত্র এ মায়ার কারণেই প্রত্যেক মায়ামুগ্ধ জীব তার দেহ-মনের জটিলতার সাথে নিজেকে সনাক্ত করে এবং ফলস্বরূপ আনন্দ এবং দুঃখ ইত্যকার দ্বন্দ্ব অনুভব করে। অদ্বৈতবেদান্তে জীব কর্তৃক অনাত্মাতে আত্মজ্ঞান, ব্রহ্মাতে জগৎ জ্ঞান, অশুচিতে শুচি জ্ঞান, সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান ইত্যাদির নাম অধ্যাস। অজ্ঞানের নাশ হলে তথা ব্রহ্মলাভ হবার পরেই জীবের এ ভেদাত্মক অধ্যাসবোধ তিরোহিত হয় এবং এই জগৎও অন্তর্হিত হয়। অদ্বৈতবেদান্তের আলোচনায় ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে ডঃ দেবব্রত সেন ব্যাখ্যা করেন,

> ব্যবহারিক বিষয় ভেদ-সাপেক্ষ। তাই, তা মিথ্যা। শুধুমাত্র বিভিন্ন ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক বিষয়ই নয়। বৃত্তিজ্ঞান জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদের উপর নির্ভরশীল। বৃত্তিজ্ঞান মিথ্যা। তাই বৃত্তিজ্ঞানজন্য জ্ঞাতৃত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি সকল ধর্মও মিথ্যা। অবিদ্যাজনিত অধ্যাসের বলে ভেদবিশিষ্ট নানা বস্তু, ব্রহ্ম ও চৈতন্যরূপ সৎ-অধিষ্ঠানে আরোপিত হয়ে প্রতীত হয়। তাই ভেদরহিত, নির্ধর্মক, অদ্বয় ব্রহ্ম ছাড়া, ভেদবিশিষ্ট সকল বস্তুই অধ্যস্ত বলে মিথ্যা। (সেন ২৬০)

মায়াধীন ব্যক্তির কাছে এ জগৎ সত্যিই বাস্তব, কিন্তু এ মায়াবদ্ধ জীব যখন মায়া অতিক্রম করে সে তখন জগৎকে দেখে না, জগৎময় ব্রহ্মকেই দেখে। সে তখন উপলব্ধি করে যে, সে কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্ম। সে নিত্য ব্রহ্মরূপেই প্রতিষ্ঠিত থাকে যা পরম সুখস্বরূপ। একমাত্র জীবের এরূপ প্রকৃত জ্ঞানোদয় হলেই তাঁর অজ্ঞান বা অবিদ্যার নাশ হয়। তাঁর মধ্যে জগতের সত্তা আড়াল হয়ে চিন্ময় ব্রহ্মসত্তার প্রকাশ হয়। অতএব, অদ্বৈতমতে এ জগৎ অজ্ঞান, অবিদ্যা বা মায়াজাত সাময়িক ফল যার অন্তরালে সর্বত্রই ব্রহ্মসত্তা বিরাজমান। এ বিষয়ে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* অর্জুন বলছেন,

> কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্ গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
> অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ॥ (১১/৩৭)

"হে মহাত্মন্, হে অনন্ত, হে দেবেশ, হে জসন্নিবাস, তুমি ব্রহ্মারও গুরু এবং আদিকর্তা; অতএব সমস্ত জগত কেন তোমাকে নমস্কার না করিবে? তুমি সৎ (ব্যক্ত জগৎ), তুমি অসৎ (অব্যক্তা প্রকৃতি) এবং সদসতের অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম তাহাও তুমি।"

এভাবে অদ্বৈতবেদান্তে বর্ণিত ব্যবহারিক জগতের নশ্বরত্ব *গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মায়াঃ অদ্বৈত মতে, ব্রহ্মই একমাত্র সদ্বস্তু। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনো সত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। কিন্তু, ব্রহ্ম থেকে জড় জগৎ কিভাবে উৎপন্ন হয়, তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মায়া শক্তির কথা এসেছে। এই মায়াই প্রপঞ্চময় সংসারের বীজ। প্রলয়কালে এই মায়া অব্যক্ত ভাবে ব্রহ্মে বিলীন থাকে। তখন এই প্রপঞ্চময় জগৎ মায়ার গর্ভে বিলীন থাকে। সৃষ্টিকালে এই মায়াশ্রিত জগৎ পুনরায় আবির্ভূত হয়।

শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা করেছেন- 'ক্ষর' হল জীবজগৎ, এর সর্বদা ক্ষরণ বা ক্ষয় হচ্ছে। আর 'অক্ষর' হল কূটস্থ জগতের সব কিছুর উৎপত্তির বীজ। শঙ্করাচার্য্যের মতে এটিই মায়া। এই কারণ-রূপিণী মায়া আর কার্যরূপী জীবজগতের উপরে আছেন উত্তম পুরুষ, যিনি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। অদ্বৈতমতে, এ মায়া মিথ্যা, অধ্যাস, অবিদ্যা বা অজ্ঞানেরই নামান্তর। মায়া সৎ নয়, যেহেতু এর কোন পারমার্থিক সত্তা নেই। আবার মায়া আকাশ-কুসুমের মতো অসৎ বা অলীকও নয়। কেননা এর প্রভাবে জীবের ব্যবহারিক কিছু একটার জ্ঞান হয়। আবার পরস্পরবিরোধী ধর্ম বলে মায়াকে সদসৎও বলা যায় না । এটি ব্রহ্ম আশ্রিত এমন এক শক্তি যা সদসৎ-বিলক্ষণ অনির্বচনীয়। বেদান্ততত্ত্ববিৎ সদানন্দ যোগীন্দ্র তাই মায়াজাত অজ্ঞানকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন- 'সদসদ্ভ্যামনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি' (সদানন্দযোগীন্দ্র ২৪)। এখানে মায়ার যে ত্রিগুণাত্মক স্বরূপের কথা বলা হয়েছে তা *গীতায়* উল্লেখিত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সম্পন্ন মায়া (৭/১৩)। সুতরাং অনির্বচনীয় হলেও মায়া নিছক শূন্যতা নয়,

মায়ার আবরণে বদ্ধ অজ্ঞানীদের কাছে এটি 'যদ্‌কিঞ্চিৎ' ব্যবহারিক সত্তা বলে প্রতীয়মান হয়, যদিও জ্ঞানীদের কাছে মায়ার অস্তিত্ব নেই। D. Krishna Ayyar এ প্রসঙ্গে বলেন,

> It is on account of Maya that Iswara, jagat and jiva are superimposed on Brahman. Maya is anaadi but Maya has an end (it is "*sa-antah*") for every jnaani; every one who understands his identity with Brahman is free from the avarana sakti of Maya. For Brahman and, therefore, for the videhamukta Maya never exists. (Ayyar 195)

সৃষ্টি-প্রপঞ্চের মূলে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, সমগ্র সৃষ্টি মায়ার খেলামাত্র। তাই আমাদের এ দৃশ্যমান জগৎ নির্গুণ ব্রহ্মেরই মায়াসৃষ্ট বিবর্ত মাত্র। যেহেতু, দৃশ্যমান মায়া-বিশ্ব ব্রহ্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত, তাই এটি ব্রহ্মভিন্ন অন্য কিছু নয়। অজ্ঞ ব্যক্তি ভ্রম উৎপাদনকারী এ মায়া শক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে এক ব্রহ্মকে দেখার ভুলে বহুরূপে দেখে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ (১৮/৬১)

"হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্ব জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া মায়াদ্বারা যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন।" মায়া শক্তিটির এমনই ক্ষমতা আছে যা আসল জিনিসটির প্রকৃত রূপকে আবৃত করে রাখে এবং তার বিকৃত রূপটিকে প্রকট করে। যাদুকরের মায়াবী যাদুতে মুগ্ধ দর্শকবৃন্দ প্রতারিত হয়ে যেমন মিথ্যা বস্তুকে সত্য বলে মনে করে, তেমনি মায়াশক্তির দ্বারা মিথ্যা মায়ার রচিত জগৎকে অজ্ঞ ও বদ্ধ জীব সত্য বলে মনে করে। কিন্তু যিনি ব্রহ্মবিদ তিনি জানেন যে জগৎ-প্রপঞ্চ মিথ্যা, নির্গুণ নির্বিশেষ চিন্ময় ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু। শ্রীভগবান *গীতায়* এই মায়াকে যেমন নিতান্তই দুস্তরা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, পাশাপাশি মায়াজাল ছিন্ন করার উপায়ও উল্লেখ করেছেন,

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (৭/১৪)

"এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী আমার মায়া নিতান্ত দুস্তরা। যাহারা একমাত্র আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করেন, তাঁহারাই কেবল এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন।" যেমন, মেঘ সূর্যকে আচ্ছন্ন করলে জীব সূর্যকে দেখতে পায় না। দেখতে না পেলেও বুদ্ধিমান জীব ঠিকই অনুভব করতে পারে যে, সূর্য্য নিজের অবস্থানে স্বীয় আলো নিয়ে বিদ্যমানই আছেন, মেঘের দ্বারা সূর্য প্রভাবিত হয় না। মেঘ যেমন লোকসকলকে তার দ্বারা ঢেকে রেখে সূর্য্যদর্শন থেকে বঞ্চিত রাখে তেমনি মায়া তার দ্বারা আবদ্ধ জীবকে ব্রহ্মের চিদ-জ্যোতি থেকে বঞ্চিত রাখে। মায়ার এরূপ স্বরূপ শ্রীভগবান *গীতায়* বর্ণনা করেছেন,

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ (৭/২৫)

"আমি যোগমায়ায় সমাচ্ছন্ন থাকায় সকলের নিকট প্রকাশিত হই না। অতএব মূঢ় এই সকল লোক জন্মমরণরহিত আমাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না।" এক্ষেত্রে অদ্বৈতবেদান্তের আশ্বাস এই যে, ব্রহ্মজ্ঞানের চিজ্জ্যোতিতে জ্ঞানীহৃদয় আলোকিত হলে তার কাছে জড়ময় জগৎপ্রপঞ্চ মেঘের মতোই অন্তর্হিত হয়। এ সত্যকে তুলে ধরতে গিয়ে অদ্বৈত আচার্য্য গৌড়পাদ *মাণ্ডুক্যকারিকায়* বলেছেন,

অনাদি-মায়য়া সুপ্তো যদা জীবঃ প্রবুধ্যতে।
অজমনিদ্রমস্বপ্নমদ্বৈতং বুধ্যতে তদা ॥ (১৬)

অর্থাৎ- এই প্রসিদ্ধ সংসারী জীব অনাদিকাল হতে আরব্ধ, বীজাবস্থাত্মক, তত্ত্বজ্ঞানের অভাব ও অন্যপ্রকার জ্ঞানরূপ মায়াময় স্বপ্নে ঘুমন্ত অবস্থায় আছে, মায়া-নিদ্রায় সুপ্ত এ জীব যখন জাগরিত হয় তখন সে জন্মরহিত, নিদ্রা ও স্বপ্নাবস্থাবর্জিত অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব বুঝতে পারে। *গীতায়*ও বিবৃত আছে,

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ ।
তেষামাদিত্যবজ্-জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥ (৫/১৫-১৬)

অর্থাৎ- পরমেশ্বর কারও সুকৃতি বা দুষ্কৃতি গ্রহণ করেন না। স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ জীবের মায়াজাত অজ্ঞান দ্বারা স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবগণ দেহাত্মাভিমানরূপ মোহপ্রাপ্ত হয়। তবে যে সকল জীবের অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞান নষ্ট হয়েছে, তাদের নিকট সেই জ্ঞান অপ্রাকৃত পরমতত্ত্বকে প্রকাশ করে, ঠিক যেমন দিনমানে সূর্যের উদয়ে সব কিছু প্রকাশিত হয়। অদ্বৈতবেদান্তে প্রদর্শিত মায়াকে এভাবে *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* সার্বিকভাবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

মুক্তি: অদ্বৈত মতে, জীবের মুক্তি সাধ্য নয়, সিদ্ধ বস্তু; তাই জীব সর্বদাই মুক্ত। সঙ্গত কারণেই তার পক্ষে মুক্তির সাধনা বা অন্বেষণ বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ, জীব যে ব্রহ্ম হতে অভিন্ন, এ তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হলে জীবের অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। আত্মা সর্বদাই মুক্ত রয়েছে, এটাই আত্মার যথার্থ স্বভাব। জীব তা ভুলে গিয়ে আপনাকে স্বীয় সকাম কর্মজনিত ফলের দ্বারা বদ্ধ বলে মনে করে। অতএব, নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে অবিদ্যার বন্ধননিবৃত্তি ঘটিয়ে জীব ও ব্রহ্মের নিত্যকালের ঐক্যানুভূতিতে পৌঁছানোই জীবের ভববন্ধন মুক্তির উপায়। অদ্বৈতবেদান্তের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ *পঞ্চদশী*র উপর আলোচনায় মুক্তি প্রসঙ্গে Swami Krishnananda ব্যাখ্যা করেন,

> Moksha is liberation, attainment of eternity. Timelessness is eternity. Eternity cannot be a matter of the future because eternity has no past, present and future; therefore, the attainment of eternity, which is really moksha or liberation, cannot be a matter of tomorrow. It is an eternity just now at this very moment- here and now. (Krishnananda 484-485)

জাগ্রত ও স্বপ্ন অবস্থায় জীবাত্মা পঞ্চভূতময় পৃথিবীতে বাস করে এবং পঞ্চতন্মাত্র আস্বাদন করে, কিন্তু গভীর ঘুমে বা সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা পার্থিব জ্ঞানহীন অবস্থায় আরোহণ করে। তাই এ স্তরেরও আরেকটি সূক্ষ্ম অবস্থা যা বেদান্তে তুরীয় বলে পরিচিত, তাকে জীবের শুদ্ধরূপ বলে মনে করা হয়। এই অবস্থায় জীবের নশ্বর পার্থিব জগতের সাথে কোনো সংযোগ থাকে না এবং আত্মার পুনর্জন্ম হয়। এ তুরীয়াবস্থা ধ্যান-সাধনার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। ধ্যানে যখন জীব সমাধিস্তরে উপনীত হয় তখন তাকে আর নশ্বর জগতে প্রবেশ করতে হয় না। অথবা পৃথিবীতে বাস করেও যখন উচ্চ প্রজ্ঞানবলে ব্রহ্ম-জীব-জগতের পার্থক্যের জ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন জগৎরূপ প্রতীতি সাধকরূপী

জীবের কাছে প্রতীয়মান হয় না এবং জীব ব্রহ্মে মিশে যায়। যেহেতু এ তুরীয়াবস্থা সাধক জীবের বৈষম্যহীন বিশুদ্ধ অবস্থা তাই তার নিকট তখন জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞানের সম্পর্ক মিথ্যা। এ দ্বন্দ্বের বাইরে গিয়ে জীবের আত্মা তার স্বতঃসিদ্ধ পরমানন্দঘন বিশুদ্ধ চেতনা লাভ করে। এই স্তরে পার্থক্যের চিহ্ন পর্যন্ত থাকেনা কারণ পার্থক্যটি দ্বৈততায়। জীবের এই আত্মহারা অদ্বৈত অবস্থাকে বলা হয় ব্রহ্ম । এ ব্রহ্মে বিহারই অদ্বৈত বেদান্তে মুক্তি। *মুণ্ডকোপনিষদে* বলা হয়েছে,

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে ॥ (২/২/৮)

বৃহদারণ্যক উপনিষদে জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির বিষয়টি চমৎকারে তুলে ধরা হয়েছে,

ইতি নু কাময়মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো
ন তস্য প্রাণো উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥ (৪/৪/৬)

অর্থাৎ- যিনি কামনাপরায়ণ নন, যিনি কামের উর্ধে, নিষ্কাম, আপ্তকাম ও আত্মকাম- ইন্দ্রিয়সকল নিবৃত্ত হওয়ায় তাঁর প্রাণ আর উৎক্রমণ করেন না। ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মেই লীন হন। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* শাণ্ডিল্য ঋষি বলেছেন,

সর্বকর্মা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্বরসঃ
সর্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদর এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়
এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মীতি যস্য স্যাদদ্ধা
ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ ॥ (৩/১৪/৪)

অর্থাৎ- যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরসময় তিনিই সমস্ত কিছু ব্যাপৃত হয়ে বিদ্যমান আছেন। তিনি ইন্দ্রিয়শূন্য ও আগ্রহবিবর্জিত। তিনিই হৃদয়মধ্যে অবস্থিত আমার আত্মা। তিনিই ব্রহ্ম। দেহত্যাগের পর আমি তাকেই পাব। যিনি এই সত্যে বিশ্বাসী হন এবং এ ব্যাপারে কোন সংশয় করেন না তিনি ঐ ঈশ্বরত্বই প্রাপ্ত হন।

ভক্তিবাদী সগুণ উপাসকদের অনেকে মত পোষণ করেন, বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিই মুক্তি এবং এ মুক্তির পরও ভগবানের সেবারূপ ক্রিয়া চলমান থাকে। শঙ্কর এরূপ মুক্তিকে আপেক্ষিক মুক্তি বলেছেন। এদের নিত্য মুক্তি লাভ হতে পারে না। কারণ তাঁর মতে, গুণ থাকলেই যেমন অজ্ঞান থেকে যায় তেমনি সংসারে গমনাগমনও থাকবে। তাই তিনি মুক্তি বলতে অজ্ঞান-নাশের পর যে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান বা ব্রাহ্মীস্থিতি তাকেই বুঝিয়েছেন। *গীতায়* এমন সত্য ফুটে উঠেছে ভগবানের শ্রীমুখে,

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ (২/৭২)

অর্থাৎ- হে পার্থ! এই প্রকার স্থিতিকেই ব্রাহ্মীস্থিতি বলে। যিনি এই স্থিতি লাভ করেন তিনি মোহ প্রাপ্ত হন না। জীবনের অন্তিম সময় তিনি এ জড় জগতের বন্ধন মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করেন।

শঙ্কর মতে, একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই জীবকে মোহমুক্ত করে মোক্ষ দিতে পারে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুটি স্বতন্ত্র সত্তা নয়। তাই তাদের মিলন বলে কিছু নেই। অজ্ঞ জীব নিজেকে পরমাত্মা থেকে স্বতন্ত্র মনে করে। সে তার নিজের আসল অব্যক্ত চিন্ময় প্রকৃতির স্বরূপ জানে না। তাই সে নিজেকে ক্ষুদ্র জীব হিসেবে মনে করে। যখন সে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞান প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে আনতে পারে, তখনই তার চিরকালের অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে চিরন্তন মুক্তি

লাভ ঘটে। জীবের জ্ঞানোদয়ে এ অজ্ঞতাজনিত ভ্রম ছুটে গেলে এক অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মসত্তাই সর্বত্র দেখা যাবে। অতএব, জীব যদি তার ও জগতের ধারকসত্তা ব্রহ্মকে চির অমর হিসাবে অনুধ্যান করে তবেই সে নিজেকে শুদ্ধ চেতনসত্তার সাথে একাকার দেখবে।

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'- অদ্বৈতবেদান্তের এ সুরই ব্রহ্মজ্ঞানীর জীবনজুড়ে ওতপ্রোতভাবে যখন জড়িয়ে থাকে তখন তিনি সদা প্রশান্তি ও পরমানন্দময় জীবন অনুভব করেন। মন ও বুদ্ধিকে তিনি ব্রহ্মে সমাহিত করার কারণে সমস্ত জীবের প্রতি তিনি দয়ালু, দ্বেষ শুন্য, অনুরাগ-বিরাগবুদ্ধিশুন্য ও নিরহঙ্কারী হন; সম্মুখে আগত সকলপ্রকার সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান করেন। শ্রীভগবান বলছেন,

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মনঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ (৫/২৫)

"যাঁহারা নিষ্পাপ, সংশয়শূন্য, সংযতচিত্ত, সর্বভূতহিতে রত, সেইরূপ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন।" জাগতিক কোন বিষয়ের প্রতি দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষাবিহীন এহেন ব্রহ্মজ্ঞানী সর্বত্র ব্রহ্ম দর্শন করেন এবং নিত্য ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত বা সমাহিত থাকেন। এহেন ব্রহ্মজ্ঞানী সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতি ও ব্রহ্মসংস্পর্শজনিত অতিশয় সুখ লাভ করে এ জগতে জীবিত থাকাবস্থাতেই জীবন্মুক্ত হন। *গীতায়* এ ব্রহ্মজ্ঞানীর স্বরূপ শ্রীভগবান চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন,

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ (৬/২৮)

অর্থাৎ- এভাবে আত্মসংযমী যোগী এ জড় জগতেই সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ পরম সুখ আস্বাদন করেন।

এখন আসা যাক সনাতনী সকল সম্প্রদায়ের প্রিয়তম মানব মুক্তির মন্ত্র 'ওঙ্কার' নিয়ে। ওঙ্কারের মধ্যে তিনটি অক্ষর বিদ্যমান, যথা- অ-উ-ম্। তিনটি অক্ষর সমন্বিত ওঁ এর উচ্চারণ সম্পন্ন হয় জীবের বাগেন্দ্রিয় তথা জিহ্বার আদি, মধ্য ও অন্তের সমগ্র সত্তা ব্যাপিয়া। তাই ওঙ্কারকে বলা হয় শব্দব্রহ্ম। বিশ্ব-চরাচরে যা কিছু বিদ্যমান আছে, তার সবকিছুই আছে এ ওঙ্কারে। ওঙ্কারকে অবলম্বন করেই মানুষের পরলোকে পরমাগতি লাভ হয়। সেই ওঙ্কার ব্রহ্মই আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে আত্মা। এই ওঙ্কারের অ-কার আনন্দস্বরূপ, উ-কার চৈতন্যঘন এবং ম-কার সৎস্বরূপ। অতএব ওঙ্কারই সচ্চিদানন্দ। *কঠোপনিষদে* উক্ত আছে,

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মালোকে মহীয়তে ॥ (১/২/১৭)

অর্থাৎ- ব্রহ্মপ্রাপ্তির যতপ্রকার অবলম্বন আছে, তন্মধ্যে ওঙ্কারই সর্বশ্রেষ্ঠ। একে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় এবং ব্রহ্মের জ্ঞাপক হিসেবে জানলে ব্রহ্মলোকে মহিমান্বিত হওয়া যায়। অদ্বৈতবাদের আদিগুরু গৌড়পাদ তাঁর *মাণ্ডুক্যকারিকায়* বলেছেন,

সর্বস্য প্রণবো হ্যাদির্মধ্যমন্তস্তথৈব চ।
এবং হি প্রণবং জ্ঞাত্বা ব্যশ্নুতে তদনন্তরম্ ॥ (২৭)

অর্থাৎ- প্রণবই সকলের আদি, মধ্য ও অন্তস্বরূপ (উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়স্বরূপ)। এরূপ সম্যকভাবে প্রণবকে জেনে সাধক তৎক্ষণাৎ সেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। *গীতায়* শ্রীভগবান প্রণবের এহেন গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং আত্মজ্ঞ পুরুষের জন্য মহামুক্তির মন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেছেন। অষ্টম অধ্যায়ে তিনি বলেছেন,

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্ ।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ (৮/১৩)

অর্থাৎ- 'ওঁ' -এই একাক্ষর ব্রহ্মবাচক শব্দ উচ্চারণ করতে করতে আমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করতঃ দেহ ত্যাগ করে যিনি প্রয়াণ করেন তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন।

উপসংহার: *শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা*য় বর্ণিত দ্বৈতবাদ সহজবোধ্য হলেও অদ্বৈতবাদ কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্পষ্ট আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা প্রচ্ছন্ন। কারণ অদ্বৈতমতে বর্ণিত যিনি সগুণ ব্রহ্মবিশেষ, গীতাকার স্বয়ং ভগবান সেই তিনিই নররূপে নারায়ণ। তিনিই তাঁর অক্ষরব্রহ্মস্বরূপে নিত্য বিরাজমান থেকেও সহস্র ঐশ্বর্য্যধারা সহযোগে সগুণাকারে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। মায়িক জীব জন্মমাত্রেই দ্বৈত ও বহুবৈচিত্র্যময় প্রপঞ্চ দর্শনে অজ্ঞানাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সগুণ বা সাকারভাব ভিন্ন অব্যক্ত নির্গুণভাবের উপাসনা এসব সাধারণ জীবের জন্য কষ্টসাধ্য। দ্বাদশ অধ্যায়ে অদ্বৈত মতবাদের নির্গুণ ব্রহ্মকে যেমন স্বীকৃতি দিয়েছেন তিনি, তেমনি এ পথ বড়ই কঠিন সে সত্যও স্বীকার করেছেন,

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ (১২/৫)

"অব্যক্ত নির্গুণব্রহ্মে আসক্তচিত্ত সেই সাধকগণের সিদ্ধি লাভে অধিকতর ক্লেশ হয়, কারণ দেহধারিগণ অতি কষ্টে নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন।" অতএব অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীবের প্রতি করুণাঘন হয়েই লীলাময় ব্রহ্ম সগুণদেহ ধারণ করে মায়াকে বশীভূত করে ধরাধামে জীবোদ্ধারে লীলা করতে এসেছেন। লীলাময়ী সগুণভাবে এ ধরাধামে তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হলেও এতে তাঁর নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপের কোনো হানি ঘটে না। তাঁর সেই পরম অক্ষরব্রহ্মস্বরূপ সর্বকালে সর্বত্র সর্ববস্তুতে আত্মাকারে বিরাজমান থাকেন। তিনিই সেই ব্রহ্ম, যিনি জীবে জীবে আত্মারূপে বিরাজমান। তিনি সাকাররূপ পরিগ্রহ করলেও তিন ব্রহ্মই। এ ব্রহ্ম নিরাকারভাবে আকাশবৎ সকল বস্তুতে সূক্ষ্মভাবে অভিন্নসত্তায় বিদ্যমান আছেন। *গীতা*র শুরুতে মঙ্গলাচরণ-এ *গীতা*কে অদ্বৈত তত্ত্বামৃত পরিবেশনকারী বলে স্পষ্ট বার্তা দেয়া হয়েছে। এখানে উল্লেখ রয়েছে,

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্ গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ (১)

"হে জননি ভগবদ্গীতে! মহাভারতের মধ্যে প্রাচীন মুনি ব্যাসদেবকর্তৃক গ্রথিত, স্বয়ং ভগবান নারায়ণকর্তৃক পার্থকে উপলক্ষ্য করে বিশদভাবে বিজ্ঞাপিত, ভবদুঃখবিনাশিনী অদ্বৈত তত্ত্বরূপ-অমৃতবর্ষিণী অষ্টাদশ-অধ্যায়রূপিণী ভগবতী তোমাকে আমি মনে মনে চিন্তা করছি।" এখানে বুঝা যায় *গীতা* সত্যিই অদ্বৈত তত্ত্ববাহী অমৃতবর্ষিণী সর্বোত্তম ভাগবতীয় গ্রন্থ।

পরিশেষে বলা যায়, জীব জন্মমাত্রেই দ্বৈতভাবযুক্ত থাকে। সে অফুরন্ত বৈচিত্রের মাধ্যমে বড় হয়। দ্বৈতভাব নিয়েই সে জাগতিক সকল কর্ম সম্পাদন করে। ফলস্বরূপ সে বিবিধ দেবদেবীর পূজার্চনায় রত হয়। সাধারণ মানুষের কাছে এরূপ সাকার ও সগুণ ঈশ্বর আরাধনা নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্ম উপলব্ধির সোপানস্বরূপ। সাকার উপাসনার দ্বারা জীবের চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশুদ্ধি হলেই ব্রহ্মোপলব্ধি সম্ভব হয়। তখন সে বুঝতে শুরু করে- এ জগতস্থিত কোন বস্তুই সত্য নয়, ক্ষণস্থায়ী প্রহেলিকাময় স্বপ্নমাত্র। ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারে ব্রহ্মই জগতে পরিণত হয়েছে এবং জীবাত্মা ব্রহ্মেরই অংশ। তাঁর অন্তকরণে পূর্ণ প্রজ্ঞার বোধ আসলে সে অদ্বৈতবেদান্তে মনোযোগী হয়ে বিশ্বময়

নিজেকেসহ সর্বত্র একই ব্রহ্মের সাথে অভিন্নচিন্তায় আত্মস্থ হয়ে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপূর্ণ উদয় হলে সাধক চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করে যে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ ও জড়ত্ব মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। উপনিষদের সার-স্বরূপ *শ্রীমদ্ভবদ্গীতায়* ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীর মাধ্যমে বার বার এ চরম সত্যই সম্যকরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

গম্ভীরানন্দ, স্বামী। *উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী*। কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৬২।

ঘোষ, জগদীশচন্দ্র, সম্পাদিত। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। কলকাতা: প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ২০০৫।

তর্করত্ন, ঁপঞ্চানন (অনুবাদ ও ব্যাখ্যা)। *প্রবোধ সুধাকরঃ*। কলকাতা: স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, ২০০৯।

দত্ত, শ্রী হীরেন্দ্রনাথ। *গীতায় ঈশ্বরবাদ*। কলিকাতা: বঙ্গীয়সাহিত্যকোষ, ১৩১২ বাংলা।

বসু, শ্রীদেবেন্দ্রবিজয়। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। পঞ্চম ভাগ, কলিকাতা: দীনবন্ধু লেন, ১৩২৩। মুদ্রিত।

ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত। *গীতা-ধ্যান (সমগ্র)*। ষষ্ঠ সংস্করণ, কলকাতা: মহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, ২০০০।

বিদ্যারত্ন, কালিপ্রসন্ন, অনুদিত। *বিবেকচুড়ামণিঃ*। কলিকাতা: বীডনষ্ট্রীট, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী। *বেদান্তদর্শনম্ - শ্রী শ্রীমন্মহর্ষিকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বাদরায়ন*। কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৬।

মুখোপাধ্যায়, শ্রীউপেন্দ্রনাথ, সম্পাদিত। *শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা*, ব্রহ্মনামাবলী-মালা। কলিকাতা: বসুমতি প্রেস, ১৩৩৮।

সদানন্দযোগীন্দ্র। *বেদান্তসার*। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অনূদিত। কলিকাতা: বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

সেন, অতুলচন্দ্র। *উপনিষদ্*, অখণ্ড সংস্করণ। কলিকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৮৬।

সেন, দেবব্রত। *ভারতীয় দর্শন*। কলকাতা: ব্যানার্জী পাবলিকেশন্স, ১৯৫৫।

Ayyar, D. Krishna. *Advaita Vedanta - A Bird's Eye View*. Vedantaadvaita.org., Retrieved 2016-08-07.

Bhattacharyya, Haridas, Ed. 'The Philosophy of Shankara', *The Cultural Heritage of India*, Vol. III. Calcutta: The Ramakrishna Mission Institute of Culture, 1975.

Borchert, Donald M.. *Encyclopedia of Philosophy*, Vol. 1. Thomson Gale: Farmington Hills, 2006.

Isayeva, Natalia. *Shankara and Indian Philosophy*. Albany: State University of New York Press, 1993.

Krishnananda, Swami. *Commentary on the Panchadasi*. Rishikesh: The Divine Life Society, India.

Nikhilananda, Swami, Trans. *Drg-Drsya Viveka: An inquiry into the nature of the 'Seer' and the 'seen'*. Mysore: Sri Ramakrishna Asrama, 1931.

Sastri, A. Mahadeva, Trans. *The Bhagavad-Gita with the Commentary of Sri Sankaracharya*. Mysore: Government Oriental Library, 1901.

Sing, Ram Pratap. *The Vedānta of Śaṅkara, A Metaphysics of Value*. Vol. 1. Jaipur: Bharat Publishing House, 1949.

Thibaut, George, Trans. *The Vedanta Sutras of Badarayana with the Commentary by Shankaracharya.* Oxford: The Clarendon Press, 1904.

Toynbee, Arnold. "Hindu Testament". *Studies In The Gita*. M. D. Paradkar, Ed. Bombay: Popular Prakashan, 1970.